জীবন-প্রভাত

(অধ্যাপক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে)

অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম, এ,
বিদ্যারত্ন, সাঙ্খ্যভূষণ।

এ বিশ্বে উদিল যেই প্রভাতের নবীন তপন,
তোমার জীবন-রবি অস্তাচলে করিল গমন !
একদিকে ঝঙ্কারিল আগমনী বোধন ভৈরবী,
আরদিকে অশ্রুভরা ব্যথাতুর বিদায় পূরবী !
ভাবিলাম—একি লীলা খেয়ালী বিধির অপরূপ !
সহসা অমনি মোরে কে যেন কহিল, "ওরে, চুপ—
শান্ত কর্ কণ্ঠ তোর, শুদ্ধ কর্ সংশয়িত মন,
ওরে মূঢ়, কাণপেতে শোন্

সাগরের পার হ'তে ভে'সে আসে শুভ শঙ্খনাদ্—
মিলন উৎসব গান, অভিনব জীবন সংবাদ !
ওরে অন্ধ ! একি মৃত্যু ? 'একি রাত্রি ঘন অন্ধকার?
একি, রে, দুঃখের দিন ! একি লগ্ন অশ্রু ফেলিবার ?—
স্বর্গের দেবতা সে যে ধরণীতে এসেছিল ভুলে,
আগ্রহে ধরণী তাই বক্ষে তারে লয়েছিল তুলে ;
ভেবেছিল—চিরদিন আপনার ধূলির ভবনে,
তাহারে সে রাখিবে গোপনে।

এযে মরণের দেশ, এযে দেশ ব্যথা বেদনার,
হেথা শুধু অশ্রুঝরে, দিকেদিকে শুধু হাহাকার,
দিনের আলোক হেথা,—আঁধারের সেও ছদ্মবেশ,
নাই সুখ, নাই শান্তি, নাই হেথা আনন্দের লেশ।
স্বর্গের দেবতা, তাই স্বর্গপুরে ফিরিল আবার
তরুণ-অরুণ-রথে,—কেন মিছে ফেল অশ্রুধার ?
শুদ্ধ কর শান্ত কর মন
জনম-উৎসবে তার আনন্দের কর আয়োজন !"

তর্পণ

শোকবহ্নি হৃদিমাঝে কোথা হ'তে উঠে অকস্মাৎ
ধক্ ধক্ জ্বলি' !
গুরুদেব, নাহি জানি অকারণে কেন বজ্রপাত্—
কোথা গেলে চলি' !
আঁধার ধরণী-বক্ষঃ দিনে দিনে হতেছে গভীর
হারাইয়া তোমা সম মহীয়ান্, ধীর, মহাবীর !
অস্ত গেলে যবে,
আঁখি-তারা রাঙাইয়া ঝরেছিল ঝরণার নীর
হাহাকার রবে ॥